১. কান্টের কর্তব্যমুখী নৈতিক মতবাদ -বিচারবাদ বা কৃচ্ছ্রতাবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

জার্মান দার্শনিক কান্টের মতবাদ 'উগ্র-বিচারবাদ' (Extreme form of Rationalism) বা 'কৃচ্ছ্রতাবাদ' নামে পরিচিত।কান্ট মানুষের দুইপ্রকার বৃত্তির উল্লেখ করেছেন-ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিম্নবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চবৃত্তি। মানুষের নৈতিক জীবন হচ্ছে এই দুটি বৃত্তির চির-সংঘাত। 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবরূপে মানুষ পশুর সমগোত্রীয় এবং সুখসূত্রের দ্বারা চালিত বুদ্ধিযুক্ত জীবরূপে মানুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অবহেলা করে বুদ্ধিসূত্রের দ্বারা চালিত হতে চায়।' (কান্ট তাঁর Fundamental Principles of Metaphysic of Morals গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন- (ক) তাত্ত্বিকবুদ্ধি বা বিশুদ্ধবুদ্ধি (Theoretical of Pure Reason) এবং (খ) ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reason)। তাত্ত্বিক বা বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ও অধিবিদ্যার (Metaphysics) চর্চা হয়; ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা নৈতিক নিয়ম (Moral Law) নির্ধারিত হয়। নীতির ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধির ক্ষেত্র।

কান্টের নৈতিক মতবাদ নীতিবিদ্যার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও অতিমূল্যবান মতবাদ হলেও তার গভীরে প্রবেশ করে সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। এজন্য, কান্টের নীতিতত্ত্বের তিনটি মূল ও পরস্পর-সম্পৃক্ত বিবৃতির উল্লেখ করে তাঁর নৈতিক মতবাদ সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা করা গেল। বস্তুত কান্টের নৈতিক মতবাদ এই তিনটি বিবৃতির ওপর নির্ভরশীল। যথা-

(১) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ:

কান্টের নীতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটি একটি আপাত-বিরোধী উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে; 'এই জগতে, এমনকি জগতের বাইরেও, সদিচ্ছা ব্যতীত নিঃশর্ত ভাল আর কিছুই নেই।'১০ সদিচ্ছাই কেবল নিঃশর্তভাবে সৎ, আর সবই শর্তযুক্তভাবে সৎ। বিষয়টিকে কান্ট দুইভাবে বুঝিয়েছেন:

প্রথমত, সদিচ্ছা ভিন্ন আর ভাল শর্তাধীনভাবে ভাল। সম্পদ, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, চাতুর্য, জ্ঞান-এসব নিঃসন্দেহে ভাল যদি এবং কেবল যদি ঐসবের সঙ্গে শুভেচ্ছা যুক্ত থাকে; কিন্তু সদিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যদি অসদিচ্ছার দ্বারা চালিত হয়, তাহলে তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত মন্দ হতে পারে, জগতের কল্যাণের পরিবর্তে সমূহ অকল্যাণের কারণ হতে পারে। আমরা সাধারণত সম্পদ, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতিকে 'ভাল' বলে গ্রহণ করলেও, কান্টের মতে, তাদের ভালত্ব সদিচ্ছা বা শুভেচ্ছার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কান্টের এই অভিমত যে কতটা সত্য তা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলঙ্কিত ইতিহাসই প্রমাণ করে-শুভবুদ্ধির অভাবে মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসল মরণাস্ত্র অ্যাটম বোমার আঘাতে জাপানের দুটি জনাকীর্ণ নগরকে মনুষ্যবর্জিত শ্মশানে পরিণত করে।

দ্বিতীয়ত, সদিচ্ছা স্বতঃমূল্যবান অর্থাৎ নিজে নিজেই ভাল। সদিচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কিছু যুক্ত নাও থাকে, সদিচ্ছার সঙ্গে যদি প্রত্যাশিত ফলের যোগসাধন নাও হয়, তথাপি ঐ সদিচ্ছা 'সদিচ্ছারূপে'ই থাকে। কান্ট

বলেন, 'যদি শত চেষ্টাতেও সদিচ্ছা তার আশানুরূপ ফললাভ থেকে বঞ্চিত হয়, তথাপি ঐ সদিচ্ছা উজ্জ্বল রত্নের মতো স্বতঃমূল্যবান বস্তুরূপে নিজপ্রভায় আলোকিত থাকবে।স্পষ্টতই, কান্ট ফলমুখী নৈতিকতাকে (Teleological morality) সর্বৈব পরিহার করে কর্তব্যমুখী নৈতিকতাকে (Deontological morality) সমর্থন করেছেন।

(২) কর্তব্যই কর্তব্যসাধনের লক্ষ্যঃ

সদিচ্ছাকে কর্মনীতিরূপে গ্রহণ করলে কর্তব্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই কান্ট সুখবাদীদের ফলমুখী নৈতিকতাকে সর্বৈব পরিহার করে কর্তব্যের নৈতিকতাকে (deontological morality) গ্রহণ করেছেন। বিবেকের নির্দেশই হচ্ছে কর্তব্যের নির্দেশ। কান্টের মতে, সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্য কর্তব্যসাধনই নৈতিক কর্ম। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কামনা-বাসনা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম কোন সার্বত্রিক নিয়ম অনুসরণ না, কেননা আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু নৈতিক নিয়মকে সার্বত্রিক হতে হবে। ভিক্ষুককে দেখে করুণাবশত যদি কেউ তাকে ভিক্ষা দেয়, তাহলে সেই কাজকে 'নৈতিক' বলা যাবে না; কেননা অন্য কোন ভিক্ষুক দেখে তার মনে ঐ প্রকার করুণা-সঞ্চার নাও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সে ভিক্ষাদান থেকে বিরত থাকতেও পারে। সমস্ত রকমের আবেগ,অনুভূতি,ইত্যাদিকে সংযত রেখে কেবল বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনে হচ্ছে নৈতিক কর্ম।

(৩). নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশঃ

কান্ট নৈতিক নিয়মকে এক 'নিঃশর্ত অনুজ্ঞা' (Categorical Imperative) বলেছেন, যা আমাদের ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Practical reason) থেকে অর্থাৎ বিবেক থেকে নির্গত হয়। আমাদের অন্তর থেকে নির্গত হয় বলে। নিয়মটিকে আমরা সরাসরি জানতে পারি অর্থাৎ নিয়মটি আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ (intuitive)! ব্যবহারিক প্রজ্ঞালব্ধ হওয়ায় নিয়মটি পরতঃসাধ্য (a-posteriori) বা অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) নয়, তা পূর্বতঃসিদ্ধ (a-priori)। এই নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতির ওপরই কোন কাজের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলে কোন কাজ 'ভাল', না থাকলে 'মন্দ'।

মানুষের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা থেকে নির্গত হয় বলেই নৈতিক নিয়ম প্রত্যেক মানুষের কাছে এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশরূপে দেখা দেয়। 'ব্যতিক্রমহীন প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন অন্যান্য সব নিয়মের ক্ষেত্রে এক প্রকার আদেশ বা অনুজ্ঞা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ম জাতির কাছে আদেশসূচক, যা অমান্য করলে অমান্যকারীকে শাস্তি পেতে হয়। নৈতিক নিয়মের মাধ্যমেও এইজাতীয় আদেশ প্রকাশ পায়।' 'অনুজ্ঞা' বা 'আদেশ' শব্দটির মধ্যে দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি আছে-'যে আদেশ দেয়' এবং 'যে ঐ আদেশ মান্য করে অথবা অমান্য করে।' কান্টের মতে, এই আদেশ আমাদের উচ্চবৃত্তি ব্যবহারিক বুদ্ধি আমাদেরই নিম্নবৃত্তি পশু-

প্রবৃত্তির ওপর প্রয়োগ করে। নৈতিক নিয়ম বাইরে থেকে আরোপিত নয়, তা স্বতঃআরোপিত-মানুষেরই আদেশ (উচ্চবৃত্তির আদেশ) মানুষের ওপর (নিম্নবৃত্তির ওপর) আরোপিত হয়। স্বতঃআরোপিত হওয়ায় ঐ নিয়ম পালনে আমরা প্রত্যেকে বাধ্য থাকি। এজন্যই কান্ট নৈতিক নিয়মকে 'নিঃশর্ত আদেশ' বলেছেন।